ভারতীয় সংস্কৃতি ও নারীর অবস্থান

--দেবাশীষ দাস

কবির ভাষায়, "বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি
চরি কল্যাণকর,
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী
অর্ধেক তার নর।"– [নজরুল ইসলাম]

'নারী' এই একটি শব্দ বিভিন্ন রূপ নিয়ে বিভিন্ন সময়ে মানুষের জীবনে কড়া নাড়ে। সদ্যজাত শিশুর নিকট একমাত্র আশ্রয়রূপী 'মা' হিসেবে, ছোট্ট ভাইটির নিকট খেলার সাথী 'দিদি' রূপে, প্রেমিকের কাছে হংসীনি রূপী 'প্রেম' হিসেবে, আবার তান্ত্রিক জ্যোতিষির নিকট 'শক্তির আকর' হিসেবে নারীর পরিচয়। প্রকৃতির রূপ রক্ত গন্ধে ভরা সৌন্দর্য্য উপলব্ধীর জন্য সৃষ্টির বীজ ও আরোপিত হয় এই নারীরই অন্তরে।
সুমহনে আধ্যাতিক ও সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে ললিত এই ভারতবর্ষ। জন্মলগ্ন হতেই বিভিন্ন ঋষি মহাঋষিদের তপঃশক্তির আলোকছটায় উদ্ভাসিত। কিন্তু যে দেশে নারী শক্তি হিসেবে, দেবী হিসেবে পূজিতা, সেখানে প্রাচীন কাল থেকেই নারীরা শোষনের শিকার হয়ে আসছে। প্রাচীণ পৌরণিক গাঁথাতে পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারীদের শোষনের করুণ চিত্র ফুটে ওঠেছে। কখনো বা পঞ্চস্বামীর স্ত্রী রূপে আবার কখনো প্রজ্জ্বলিত হোমকুন্ডে নিজের সতীত্বের প্রমানস্বরূপ আত্মাহুতি প্রদানের মাধ্যমে নারীরা হয়েছে লাঞ্চিত। আবার কখনো ঋষি মুনিদের তপস্যা ভাঙ্গানোর জন্য নটী-বিনোদিনী রূপে নারী চরিত্রের প্রতিফলন ঘটেছে। তখন হয়তো নারী 'মা' রূপে, 'দেবী' রূপে পূজিতা কথাগুলি শুধমাত্র শব্দগুচ্ছ রূপে গ্রন্থগার সর্ব্বস হয়ে রয়েছিল।

সভ্যতার সময়চক্র পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এ দেশে আবির্ভাব ঘটেছিল চতুঃবর্ণ সম্প্রদায়ের। যেখানে ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্ব সমাজ ব্যবস্থায় উচ্চজাতির ব্রাহ্মণ দ্বারা নিচুজাতের নারীরা হয়েছিল শোষনের শিকার। যে ব্রাহ্মণেরা প্রকাশ্য দিবালোকে নিচু জাতির ছায়া মড়োনোকে পর্যন্ত জাতেভষ্ট্রের নাম দিয়েছিল, সেই নিচু জাতির নারীদের দ্বারা তথাকথিত উচু জাতির ব্রাহ্মনদের বিনোদন ঘটেছিল অমাবস্যার আঁধারে।

পরাধীন ভারতবর্ষে জমিদারশ্রেণী কতৃক বহুবিবাহের পরিচয় মেলে। নারীরা ভোগের সামগ্রী ছিল বলেই হয়তো, স্বামীর মৃত্যুর পর সতীদাহের মাধ্যমে সেই ব্যবহৃত ভোগ্য বস্তুর জীবন প্রদীপ নিভিয়ে দেওয়া হত। ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র পুরির শঙ্করাচার্যকে একদা সতী প্রথা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি সাবলিল ভাষায় উত্তর দেন যে- "It is fate. Let the Children Suffer or die, without a mother. But `SATI` has to be performed according to Hinduism." এই অমানবিক উক্তি প্রমাণ করে ভারতবর্ষের একটি অংশের ধর্মের অন্তঃসারশুন্যতা যেখানে ধর্ম শুধুমাত্র কিছু নগ্ন পিশাচময় ব্যক্তিদের উপসনার বা পরিচর্যার একটি মাধ্যম রূপে ব্যবহৃত।

তৎকালীন ভারতে নারীদের স্বাধীনতা অবরুদ্ধ করা হয়েছিল ধর্মের নগ্ন মুখোশ পরে, যার পরিচয় মেলে 'মনুসংহিতা' বা 'মনুস্মৃতির' উক্তিতে। যেখানে বলা হয়েছে যে-"নারীরা জীবনের প্রাকলগ্নে থাকিবে পিতার অধীনে, যৌবনে থাকিবে স্বামীর অধীনে, এবং বার্ধ্যকে থাকিবে পুত্রের অধীনে"। (মনুস্মৃতি- 9/3) আবার, কখনোও সন্তানকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে একাকী মায়ের সঙ্গে না বসার জন্যে, কারণ নারীদের কাজই হলো পুরুষদের উত্তেজিত করা। (মনুস্মৃতি- 2/213) এভাবে ভারতীয় সমাজে নারীদের শৃগাল-কুকুরদের ন্যায় লাঞ্চিত করা হয়।

সাল-২০১২। ভারত স্বাধীনতার ৬৫ বৎসর অতিক্রান্ত করে আজ বিশ্বের অন্যতম শক্তিধর রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত। কিন্তু তা সত্ত্বেও আজ ভারতীয় নারীরা কি আজ তাদের প্রাপ্য সম্মানে সম্মাণিত। দূভাগ্যের সহিত বলতে

Uttaran22

হয় যে ২G এবং ৩G এর দুনিয়ায় 'Facebook' কিংবা 'Twitter' এর মতো সামাজিক গণমাধ্যমগুলিতে যখন গোটা বিশ্ব আচ্ছন্ন, তখন ভারতের পরিচয় হল এই যে-"India is labeled the worst place to be a women of all G-20 nations "

যেখানে আধুনিকতার রঙ্গমঞ্চের আড়ালে শত শত কন্যা ভ্রূণ হত্যা ঘটে। আর তা যে শুধু অশিক্ষিত সমাজে হয় তা নয়, দেশের মহানগরীগুলোর শিক্ষিত বনেদী পরিবারে কন্যা ভ্রূণ হত্যা বা পণের জন্য বধূ হত্যা এক দৈনন্দিন ব্যাপার। যা প্রমাণ করে ভারতের বাহ্যিক সৌন্দর্যের আড়ালে সভ্যতার আদিম নগ্নরূপ। এই কি সেই সভ্যতা যার গর্বে আমরা গর্বীত ? ভাবতেও অবাক লাগে এই যে, পৃথিবীর সবথেকে বড় গণতান্ত্রিক দেশে আজও শিশুদের যৌণ শোষণ এবং নীপিড়ন (Child Sexual assutt & Harassment) এর জন্য কোনো আইন প্রণীত হয়নি। যেখানে আজ G-SAT ভারতের হয়ে মহাকাশে জয়ধ্বজা ওড়ায়, সেখানে একটি সমীক্ষা প্রমান করে যে আজও 45% ভারতীয় মেয়েদের বাল্যবিবাহের শিকার হতে হয়। আজও নবজাতক কন্যা সন্তানকে আস্তাকুঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়। কিংবা তার মুখে লবণ এবং গরমজল ঢেলে তাকে মৃত্যুমুখে ঠেলে দেওয়া হয়। 2011 সালে `LANCET` কতৃক প্রদত্ত সমীক্ষায় দেখা যায় যে বিগত তিন দশকে বিয়ের সময় পণ দেবার ভয় এবং অপরদিকে পুত্র সন্তানের আঙ্কাখার ফলস্বরূপ 12 Million কন্যা ভ্রূন হত্যা করা হয়। শুধুমাত্র বিবাহ বর্হিভূত সম্পর্ক স্থাপনের জন্য রাজস্থান উদয়পুরে একজন মহিলাকে বিবস্ত্র করে। মাথার চুল কেটে সমস্ত গ্রামে ঘোড়ানো হয়। আর প্রশাসন, তা তো বর্তমানে শাসক শক্তির হাতের ক্রীড়ণক হয়ে মূক এবং বধীরের চরিত্র পালন করছে। বর্তমানে `Facebook` যা অতি পরিচিত একটি সামাজিক গণমাধ্যম, সেখানে ছবি এসেছে রাস্তার পড়ে থাকা একটি aborted কন্যা ভ্রূণের, যা সমগ্র বিশ্বে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিকে একটি প্রশ্নচিহ্নের সম্মুখীন করে। তবে যে ঘটনাটি ভারতীয় প্রচার মাধ্যমের সর্বাধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তা হল `National Commission of Women` (NCW) এর Chairperson মমতা শর্মা কতৃক `Indian Express` কে দেওয়া সাক্ষাতকার। যেখানে- "ভারতীয় মেয়েদের জন্য কোন বিশেষ `Dress Code` থাকবে কিনা এর উত্তরে তিনি বলেন যে- ``Westranisation has afficted our cities the worst. Be Comfortable, but at the Same time be careful about how you dress.....`` উক্ত মন্তব্য তথা অন্ধভাবে কেবল পাশ্চাত্যের দোষারূপ একপ্রকার তালিবানি মানমিকতার পরিচায়ক। বলতে দ্বিধা নেই যে তালিবানিরা স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয় তাদের পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপারে। কিন্তু বর্তমানে ভারতীয় সভ্যতা দু'মুখো বিষাক্ত সাপের ন্যায়, যেখানে সভ্যতার কারিগরেরা প্রকাশ্য দিবালোকে নারীমুক্তির কথা বললেও। রাতের আঁধারে নারীদের লুণ্ঠন করে ক্ষুর্ধাত হায়নাদের মত।

সর্বোপরি, দিনান্তের অবসানে যেমন রাতের আকাশ চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত হয়, তেমনি আমার লেখনীর শেষে আমি বলতে চাই যে, ভারত আজও প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত নয়। এর সভ্যতা উইপোকা দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত বাঁশের ন্যায়, যার বাহিরের দিকটা দেখতে সুন্দর হলেও, ভিতর অন্তঃসারশূন্য। আজ দরকার বিবেকানন্দ, স্বরূপানন্দের মতো সমাজ সংস্কারকদের যারা প্রকৃত অর্থে সমাজে আলো জ্বেলে গেছেন, মুছে দিয়েছিলেন সমাজের নিগূঢ় অন্ধকার। সবশেষে, মা আগমনির নিকট এই প্রার্থনা জানাই- মা তুমি আবার এসো, তবে শুধু মূর্তি রূপে নয়, চিন্তা রূপে, জ্ঞান রূপে, আর ভারতের এই অন্ধকার দূর করে আলোর পথে নিয়ে চলো চিরতরে.....এই আশায়.....

(তথ্যসূত্রঃ- Internet)

Uttaran23